এক

ড. আবু আমীনাহ্ বিলাল ফিলিপস

অনুবাদ
আবদ্ আল আহাদ

শার'ঈ সম্পাদনা
ড. মোহাম্মাদ মানজুরে ইলাহী

সম্পাদনা
আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

SEAN PUBLICATION
সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

সূচিপত্র

প্রতিবর্ণীকরণ তালিকা ১১
প্রকাশকের কথা ১৩
মুখবন্ধ..... ১৭
প্রথম অধ্যায় ২১
তাওহীদের প্রকারভেদ..... ২১
তাওহীদ আর-রুবূবিয়্যাহ্ ২৫
তাওহীদ আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত ৩০
তাওহীদ আল-ইবাদাহ্ ৩৫
দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৫
শির্কের প্রকারভেদ..... ৪৫
রুবূবিয়্যাহ্ সংশ্লিষ্ট শির্ক ৪৬
আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত সংশ্লিষ্ট শির্ক ৫২
'ইবাদাত সংশ্লিষ্ট শির্ক..... ৫৫
তৃতীয় অধ্যায় ৬১
আদামের সাথে আল্লাহর অঙ্গীকার.....৬১
বারযাখ.....৬১
সৃষ্টির পূর্বাবস্থা..... ৬৩
মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব : ফিত্রাহ্.....৬৭
জন্মসূত্রে মুসলিম ৬৯
চতুর্থ অধ্যায় ৭৩
জাদুটোনা ও শুভ-অশুভ লক্ষণ ৭৩
জাদুটোনা ৭৪
জাদুটোনা সম্পর্কিত বিধান..... ৭৮
ফা'ল (শুভ লক্ষণ) ৮৬

শুভ-অশুভ লক্ষণ বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য ৮৭
পঞ্চম অধ্যায়..... ৯৩
ভাগ্য গণনা করা ৯৩
জিনদের জগৎ ৯৪
ভাগ্য গণনার ব্যাপারে ইসলামি বিধান.....১০২
গণকের কাছে যাওয়া.....১০২
গণকের কথা বিশ্বাস করা.....১০৪
ষষ্ঠ অধ্যায় ১০৭
জ্যোতিষশাস্ত্র.....১০৭
মুসলিম জ্যোতিষীদের যুক্তি.....১১১
রাশিচক্রের ব্যাপারে ইসলামের বিধান..... ১১৩
সপ্তম অধ্যায়..... ১১৭
জাদুবিদ্যা.....১১৭
জাদুর বাস্তবতা ১১৮
জাদুবিদ্যার ব্যাপারে ইসলামের বিধান..... ১৩০
অষ্টম অধ্যায়..... ১৩৩
ঊর্ধ্বে থাকা.....১৩৩
তাৎপর্য..... ১৩৪
সর্বব্যাপীতা মতবাদের বিপজ্জনক দিক.....১৩৬
সুস্পষ্ট প্রমাণ ১৩৯
সারসংক্ষেপ ১৪৯
নবম অধ্যায়..... ১৫৫
আল্লাহর দর্শন লাভ.....১৫৫
আল্লাহর প্রতিচ্ছবি.....১৫৫
নাবি মুহাম্মাদ ﷺ কি আল্লাহকে দেখেছিলেন?.....১৫৮
শয়তান নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করে ১৫৯
সূরা আন-নাজ্‌ম এর তাৎপর্য ১৬১

আল্লাহকে দেখতে না পাওয়ার পেছনে প্রজ্ঞা..... ১৬৩
পরকালে আল্লাহকে দেখতে পাওয়া..... ১৬৩
নাবি মুহাম্মাদ ﷺ এর দর্শন লাভ..... ১৬৬
দশম অধ্যায়.....১৬৯
পির-আউলিয়া পূজা..... ১৬৯
আল্লাহ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠত্ব ১৬৯
তাকওয়া ১৭২
অলি: "সাধক" ১৭৬
ফানা : স্রষ্টার সাথে মানুষের একীভূত হওয়া..... ১৮০
মানুষের সাথে স্রষ্টার একীভূত হওয়া ১৮৫
রূহুল্লাহ : আল্লাহর "আত্মা".....১৮৭
একাদশ অধ্যায়.....১৯৫
কবরপূজা ১৯৫
মৃতের কাছে প্রার্থনা করা..... ১৯৬
ধর্ম সম্পর্কে বিবর্তনবাদী মতবাদ..... ২০২
ধর্মের অধঃপতনবাদী রূপরেখা.....২০৪
শির্ক যেভাবে শুরু হয় ২০৬
পুণ্যবানদের মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করা..... ২০৯
কবর জিয়ারাতের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ.....২১০
কবরস্থানকে 'ইবাদাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করা ২১৫
যেসব মাসজিদে কবর আছে ২১৮
নাবির কবর ২১৮
নাবি ﷺ-এর মাসজিদে সলাত আদায় করা.....২২১
শেষ কথা..... ২২৩
গ্রন্থপঞ্জি ২২৬

মুখবন্ধ

একথা সর্বজনবিদিত যে, ইসলামের ভিত্তিই হলো তাওহীদ। যে বাক্যের মাধ্যমে একথার যথার্থ বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা হলো, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই)। অর্থাৎ সত্য ইলাহ হলেন একজন এবং শুধুমাত্র তিনিই 'ইবাদাতের যোগ্য। ইসলামি আকীদা অনুযায়ী, আপাতদৃষ্টিতে সহজ এই বাক্যটিই ঈমান (আল্লাহর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস) এবং কুফ্‌রের (অবিশ্বাস) মাঝে সীমারেখা নির্ধারণকারী সূত্র। তাওহীদের মূলনীতি অনুযায়ী, ইসলামে সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস হলো একত্ববাদী বিশ্বাস এবং ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মসহ পৃথিবীর অন্যান্য একত্ববাদী ধর্মগুলোর মধ্যে ইসলামকেও একটি একত্ববাদী ধর্ম বলেই গণ্য করা হয়। তথাপি, ইসলামি একত্ব (তাওহীদ) অনুযায়ী, খ্রিষ্টান ধর্ম একটি বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্ম এবং ইহুদি ধর্ম পৌত্তলিকবাদের একটি সূক্ষ্মরূপ।

তাই তাওহীদের বিষয়টি অত্যন্ত নিগূঢ় এবং তা মুসলিমদের মাঝেই আরও বেশি সচ্ছ ধারণার দাবি রাখে। তাওহীদের সচ্ছ ধারণা থাকাটা কেন এতটা জরুরি, তা একটি বিষয়ের মধ্যদিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আর তা হলো, ইবনু 'আরবির[১] মতো কিছু মুসলিম তাওহীদ বলতে বুঝেছিল, "আল্লাহ হলেন সবকিছু এবং সবকিছুই আল্লাহ; আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই।" অথচ বিশুদ্ধ ইসলাম অনুযায়ী, এই ধরনের সর্বেশ্বরবাদী বিশ্বাস হলো কুফ্‌র। মু'তাযিলাদের[২] মতো মুসলিমদের ধারণা অনুযায়ী, তাওহীদ হলো, আল্লাহর সমস্ত গুণাবলিকে হরণ করে এই ঘোষণা দেওয়া যে, আল্লাহ সর্বত্র এবং সবকিছুতে বিরাজমান। কিন্তু

[১] মুহাম্মাদ ইবনু 'আরবির জন্ম ১১৬৫ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে এবং মৃত্যু ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কে। তিনি নিজেকে আলোকপ্রাপ্ত এবং আল্লাহর সবচেয়ে সম্মানিত নামের জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবি করেন। তিনি নিজেকে ওলীদের সীলমোহর বা সর্বশেষ ওলী বলে প্রচার করেন এবং তার কথা অনুযায়ী, তিনি ছিলেন নবীর চাইতেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তার মৃত্যু পরবর্তী কয়েকশত বছরে তার অনুসারীরা তাকে ওলীর মর্যাদায় উন্নীত করে এবং তাকে আশ-শাইখুল আকবার (সর্বোচ্চ পণ্ডিত) বলে আখ্যায়িত করে। তবে অধিকাংশ ইসলামী শারী'আহ বিশেষজ্ঞের কাছে তিনি খারেজি বলে বিবেচিত। (H.A.R. Gibb and J.H. Kramer, Shorten Encyclopedia of Islam, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1956), Pp. 146-7)।

[২] উমাইয়্যা শাসনামলে (৮ম খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে) ওয়াসিল ইবনু 'আতা, এবং 'আমর ইবনু 'উবায়েদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি যুক্তিবাদী দার্শনিক গোষ্ঠী। একশ বছরেরও অধিকাল ধরে এই দলটি আব্বাসীয় রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং ১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইসলামী চিন্তাধারার উপর তাদের প্রভাব বজায় রাখে। (Shorter Encyclopedia of Islam, Pp. 421-426)।

এই ধরনের বিশ্বাসও বিশুদ্ধ ইসলাম দ্বারা প্রত্যাখ্যাত এবং ইসলাম বিরোধী বলে সাব্যস্ত। সত্যি বলতে, নাবি ﷺ-এর সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, বিশুদ্ধ ইসলাম থেকে বিপথগামী প্রায় সবগুলো গোষ্ঠীর বিপথগামিতা শুরু হয়েছিল তাওহীদ থেকে। যারাই ইসলামের ক্ষতি করার ও এর অনুসারীদের বিপথগামী করার চেষ্টা করেছে, তাদের সবার লক্ষ্য ছিল তাওহীদের মূলনীতিকে নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর করে দেওয়া। কারণ সকল নাবিগণ ইসলামের যে ঐশী বাণী নিয়ে এসেছিলেন, তার মূলকথাই ছিল তাওহীদ। তারা আল্লাহর সম্পর্কে এমন সব ধারণার প্রবর্তন করেছে, ইসলামের সাথে যার দূরতম সম্পর্কও নেই। একমাত্র আল্লাহর 'ইবাদাত থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেওয়াই এইসব মতবাদের লক্ষ্য। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে এইসব পৌত্তলিকবাদী মতবাদকে মানুষ একবার গ্রহণ করে নিলেই এমন হাজারো ভ্রান্ত মতবাদ গ্রহণ করার ব্যাপারে তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যায়। অবশেষে, ওসবের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে আল্লাহর সত্যিকার 'ইবাদাতের আড়ালে তাঁর সৃষ্ট বস্তুর ইবাদত করতে প্ররোচিত করে।

নাবি ﷺ নিজেই মুসলিমদেরকে এই ধরনের বিপথগামিতার ব্যাপারে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করে গেছেন। কারণ পূর্ববর্তী জাতিরাও এসবের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। তাঁর প্রদর্শিত পথের উপর অটল থাকার জন্য তিনি তাদেরকে তাগিদ দিয়ে গেছেন। একদিন সাহাবিদের সাথে বসা অবস্থায় তিনি মাটিতে একটি সরলরেখা টানলেন। তারপর ওই রেখার উভয় পাশে আরও কিছু পার্শ্বরেখা টানলেন। সাহাবিরা এর তাৎপর্য জানতে চাইলে তিনি পার্শ্বরেখাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এগুলো পার্থিব জীবনের বিভিন্ন ভ্রান্ত পথ। তিনি আরও বললেন, প্রতিটি পথের মাথায় একটি শয়তান বসে আছে, যে মানুষকে ওই পথে ডাকছে। তারপর তিনি মাঝের সরলরেখাটির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এটি হলো আল্লাহর পথ। সাহাবিরা বিস্তারিত জানতে চাইলে তিনি বললেন, এটিই তাঁর পথ। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন:

وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَـٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا لسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

প্রথম অধ্যায়

তাওহীদের প্রকারভেদ

"তাওহীদ" এর আক্ষরিক অর্থ হলো, "একীকরণ" বা কোনো কিছুকে এক করা, অথবা "কারো একত্ব ঘোষণা করা।" শব্দটি আরবি ক্রিয়ামূল, "ওয়াহহাদা" থেকে নির্গত, যার মৌলিক অর্থই হলো, এক হওয়া (To unite), এক করা (To unify) বা একীভূত করা (To consolidate)।[১] তবে এ শব্দটিকে মহান আল্লাহ সম্পর্কে (তাওহীদুল্লাহ[২]) ব্যবহার করা হলে তার অর্থ হবে, আল্লাহর একত্বকে হৃদয়ঙ্গম করা; প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে তাঁর একত্বকে অক্ষুণ্ন রাখা।

ইসলামি পরিভাষায় তাওহীদ হলো এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, মহান আল্লাহ তাঁর প্রভুত্ব, রাজত্ব ও কর্তৃত্বে এক ও একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই (রুবূবিয়্যাহ)। তিনি তাঁর জাত, সত্তা ও গুণাবলিতে সম্পূর্ণ নিরুপম, সাদৃশ্য ও তুলনাহীন (আসমা' ওয়াস-সিফাত) এবং নিরঙ্কুশ ও নিঃশর্ত 'ইবাদাত বা দাসত্ব লাভের যোগ্য একমাত্র সত্তা কেবল তিনিই। এক্ষেত্রে তাঁর কোনো সমকক্ষ বা প্রতিপক্ষ নেই (উলূহিয়্যাহ/ইবাদাহ)।

---

[১] জে.এম. কোয়ান, দ্যা হ্যানস-ওয়েহর ডিকশোনারি অফ মডার্ন রিটেন অ্যারাবিক, (স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভিস ইনস., নিউ ইয়র্ক, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৬), পৃ. ১০৫৫।

[২] কুরআন কিংবা হাদীসে কোথাও সরাসরি তাওহীদ' শব্দটির উল্লেখ নেই। তবে ৯ম হিজরিতে নাবি ﷺ, মুআয় ইবন জাবালকে ইয়েমেনের গভর্নর হিসেবে প্রেরণের সময় তাকে বলেছিলেন, "তুমি খ্রিষ্টান এবং ইহুদিদের (আহলুল-কিতাব) নিকট যাচ্ছ। তাই তোমার প্রথম কাজ হবে, তাদেরকে আল্লাহর একত্বের দিকে আহ্বান জানানো (ইউওয়াহ্হিদুল্লাহ)।" হাদীসটি ইব্ন 'আব্বাস থেকে বর্ণিত এবং বুখারিতে সংকলিত; মুহাম্মাদ মুহসিন খান, সহীহ আল-বুখারি (আরবি-ইংরেজি), রিয়াদ: মাকতাবা আর-রিয়াদ আল-হাদীসা, ১৯৮১, খণ্ড ৯, পৃ. ৩৪৮-৯, হাদীস নং ৪৬৯ এবং মুসলিম, আবদুল-হামিদ সিদ্দীকি, সহীহ মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), লাহোর: শাইখ মুহাম্মাদ আশরাফ পাবলিশার্স, ১৯৮৭, খণ্ড ১, পৃ. ১৪-৫, হাদীস নং ২৭। এই হাদীসে নাবি ﷺ যে ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করেছিলেন তার ক্রিয়ামূল থেকে তাওহীদ ক্রিয়া বিশেষ্যটির উৎপত্তি হয়েছে।

এই তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণ তাওহীদকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এর একটির সাথে অন্যটির সম্পর্ক এতটাই অবিচ্ছেদ্য যে, কেউ যদি এগুলোর কোনো একটি বাদ দেয়, তাহলে সে সামগ্রিকভাবেই তাওহীদের দাবি ও শর্ত পূরণে ব্যর্থ হবে। কেননা, এর কোনো একটি বাদ দেওয়া মানেই হলো শির্কে লিপ্ত হয়ে পড়া বা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা। ইসলামে এটা সুস্পষ্টভাবে মূর্তিপূজার মতোই জঘন্য অপরাধের শামিল।

তাওহীদের উল্লিখিত তিনটি শ্রেণিকে সাধারণত নিম্নোক্ত শিরোনামে বর্ণনা করা হয়:

১. তাওহীদ আর-রুবূবিয়্যাহ: (প্রভুত্ব, প্রতিপালন, রাজত্ব ও কর্তৃত্বে আল্লাহর একত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা) অর্থাৎ স্বীকার করা যে, আল্লাহ এক এবং তাঁর সার্বভৌমত্বে কোনো অংশীদার নেই।

২. তাওহীদ আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত: (আল্লাহ তাঁর নাম এবং গুণাবলিতে অনন্য) অর্থাৎ একথা স্বীকার করা যে, আল্লাহর নাম এবং গুণাবলিসমূহ, অনুপম, অনন্য এবং অতুলনীয়।

৩. তাওহীদুল-ইবাদাহ: (শুধুমাত্র আল্লাহর 'ইবাদাত বা দাসত্ব করা,) অর্থাৎ একথা স্বীকার করা যে, আল্লাহ ব্যতীত 'ইবাদাত লাভের যোগ্য আর কেউ নেই।[১]

তবে তাওহীদের এই শ্রেণিবিভাগ নাবি ﷺ কিংবা তাঁর সহাবারাও করেননি। কারণ ঈমানের এত সহজ বিষয়টির এমন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কোনো প্রয়োজনই তখন ছিল না। তবে কুরআনের আয়াত, নাবি ﷺ এর হাদীস ও তাঁর সহাবিদের বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক বক্তব্যের মধ্যে তাওহীদের এ সবগুলো উপাদানই বিদ্যমান রয়েছে। তাওহীদের প্রত্যেকটি শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার সময় বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মিশর, বাইযান্টিয়াম, পারস্য এবং ভারতবর্ষে[২] ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার পর, এসব ভূখণ্ডের মানুষেরা যখন তাদের আঞ্চলিক সংস্কৃতির সাথে ইসলামের আকীদাহ বিশ্বাসকে গুলিয়ে একাকার করে ফেলল, তখনই তাওহীদের মূলনীতির এমন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এসব অঞ্চলের ইসলামগ্রহণকারী

[১] ইবন আবিল-ইয আল-হানাফি, শারহুল-আকীদাহ আত-তহাউইয়্যাহ, পৃ. ৭৪।
[২] দক্ষিণ এশিয়া, যেমন: বর্তমানের বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত ইত্যাদি।

আরবি ভাষায় সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক হওয়ার উভয় বৈশিষ্ট্য এক শব্দে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত শব্দটি হলো "রুবূবিয়্যাহ্", যা মূল শব্দ "রব" থেকে নির্গত।

তাওহীদের এই প্রকার অনুযায়ী, একমাত্র আল্লাহই হলেন প্রকৃত শক্তি-ক্ষমতার মালিক। তিনিই সবকিছুকে সচল থাকার এবং বিকশিত হওয়ার শক্তি দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত সৃষ্টিজগতের কোথাও কিছু সংঘটিত হয় না। এই বাস্তব সত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ, নাবি মুহাম্মাদ ﷺ প্রায়শ বিস্ময়ভরে বলতেন, "লা হাওলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।" (আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো শক্তি নেই, ক্ষমতা নেই।

কুরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহর রুবূবিয়্যাহ্‌র প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলেন,

اللّـهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

"আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা আর তিনি সবকিছুর অভিভাবক এবং কার্যনির্বাহকারী।"

(আয-যুমার, ৩৯:৬২)

وَاللّـهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

"তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কিছু সৃষ্টি করো তার সবকিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।" (আস-সফ্‌ফাত, ৩৭:৯৬)

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـٰكِنَّ اللّـهَ رَمَىٰ

"তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে, তা তো তুমি নিক্ষেপ করনি; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন...।" (আল-আনফাল, ৮:১৭)[১]

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّـهِ

[১] বাদ্‌র প্রান্তরে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে, নাবি ﷺ হাতে কিছু ধুলা নিয়ে শত্রুদের উদ্দেশে ছুঁড়ে দেন। শত্রুবাহিনী অনেক দূরে অবস্থান করলেও আল্লাহ ওই ধুলা শত্রুদের চোখ পর্যন্ত পৌঁছে দেন। আয়াতে সেই অলৌকিক ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

"আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ আসে না...।" (আত-তাগাবূন, ৬৪:১১)

তাওহীদুর-রুবূবিয়্যাহ্ সম্পর্কে নাবি ﷺ আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

"জেনে রেখো! সকল মানুষও যদি তোমাকে সাহায্য করার জন্য একত্রিত হয়, তবে তারা তোমার জন্য কেবল ততটুকুই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য পূর্বেই লিখে রেখেছেন। একইভাবে, সকল মানুষ যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য সংঘবদ্ধ হয়, তবে তারা কেবল ততটুকু ক্ষতিই করতে পারবে, যতটুকু তোমার প্রতি ঘটবে বলে তিনি পূর্বেই লিখে রেখেছেন।"[১]

কাজেই, মানুষ যা কিছুকে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ভাবে, সেগুলো আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্বনির্ধারিত ঘটনা, যেগুলো তার পার্থিব জীবনের পরীক্ষারই একটি অংশ। এই ঘটনাগুলো আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। কাজেই তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক হও।" (আত-তাগাবূন, ৬৪:১৪)

এর দ্বারা বোঝা যায়, পার্থিব জীবনের ভালো জিনিসের মাঝেও ঈমানের কঠিন পরীক্ষা নিহিত রয়েছে। অনুরূপভাবে, জীবনের সংকটময় পরিস্থিতিগুলোর মাঝেও পরীক্ষা নিহিত রয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়টিই উল্লেখ করা হয়েছে,

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

[১] ইবন 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত এবং ইমাম তিরমিযি কর্তৃক সংকলিত। দ্রষ্টব্য : 'ইযিদ্দিন ইবরাহীম এবং ডেনিস জনসন-ডেভিস, an-Nawawi's Forty Hadeeth, (ইংরেজি অনুবাদ, দামেস্ক, সিরিয়া : The Holy Koran Publishing House. 1976), পৃ. ৬৮, হাদীস নং ১৯।

শুভ-অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করা জঘন্য পাপ, যা শির্কের বহিঃপ্রকাশ। কারণ এই ধরনের বিশ্বাস তাওহীদ আর-রুবূবিয়্যাহ্‌র সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। বিশিষ্ট সহাবি উকবাহ্‌ ﷺ বর্ণনা করেন যে,

> *"একবার একদল লোক আল্লাহর রসূলের নিকট বাইআত প্রদানের জন্য এল। তিনি তাদের সবার বাইআত গ্রহণ করলেও একজন থেকে করলেন না। তারা তাদের সাথীর বাইআত প্রত্যাখ্যানের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, নিশ্চয়ই সে তাবিজ[১] পরে আছে।' এরপর সে সত্যিই নিজের জামার ভিতর থেকে তাবিজটি বের করে ভেঙে ফেললো, অতঃপর বাইআত প্রদান করল। তারপর নাবি বললেন, যে ব্যক্তি তাবিজ ব্যবহার করল, সে শিরক করল।"*[২]

দুর্ভাগ্য ঠেকানো বা সৌভাগ্য লাভের উদ্দেশ্যে গলায়, কোমরে, হাতে মাদুলি বা অন্য কোনোভাবে কুরআনের আয়াতকে মন্ত্র-কবচ হিসেবে বহন করার সাথে মূর্তিপূজারীদের অনুরূপ আচরণের তেমন কোনো পার্থক্য নেই। নাবি ﷺ অথবা তাঁর সহাবিদের কেউই এভাবে কুরআনকে ব্যবহার করেননি। একই সাথে নাবি ﷺ বলেছেন,

> *"যে কেউ ইসলামে এমন কিছু উদ্ভাবন করল যা ইসলামের নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"*[৩]

একথা সত্য যে, কুরআনের "আল-ফালাক" এবং "আন-নাস" সূরা দুটি মূলত (জাদুমন্ত্রের কুপ্রভাব দূর করতে) ঝাড়ফুঁকের উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছিল। তবে সেগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, তার সঠিক নিয়ম নাবি ﷺ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আইশাহ ﷺ বর্ণনা করেন,

> *"একবার তাঁর উপর জাদু করা হলে, তিনি আলি ইব্‌ন আবি তালিবকে সূরা দুটির প্রতিটি আয়াত পড়ে তাঁকে ফুঁক দিতে বলেন। তাছাড়াও তিনি যখন অসুস্থ হতেন, তখন তিনি নিজেই এমনটি করতেন।"*[৪]

---

[১] সৌভাগ্য লাভ কিংবা দুর্ভাগ্য এড়ানোর জন্য যে মন্ত্রকবচ ব্যবহার করা হয়।

[২] ইমাম আহমাদ কর্তৃক সংকলিত।

[৩] আইশাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৩, পৃ. ৫৩৫, হাদীস নং ৮৬১; মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ৯৩১, হাদীস নং ৪২৬৬ এবং ৪২৬৭; আবু দাউদ, আহমাদ হাসান, সুনান আবি দাউদ (ইংরেজি অনুবাদ, লাহোর: শাইখ মুহাম্মাদ আশরাফ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৪, খণ্ড ৩, পৃ. ১২৯৪)।

[৪] আইশাহ থেকে বর্ণিত। বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৬, পৃ. ৪৯৫, হাদীস নং ৫৩৫; মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১১৯৫, হাদীস নং ৫৪৩৯-৪০।

তিনি কখনোই সূরা দুটিকে কিছুতে লিখে গলায় ঝোলাননি, বাহু বা কোমরেও বাঁধেননি অথবা অন্য কাউকে কখনো তেমনটি করতে বলেননি।

তাওহীদ আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত

তাওহীদের এই প্রকারটির পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে:

১. আল্লাহর নাম এবং গুণাবলির একত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা

এর অর্থ হলো, আল্লাহর শানে শুধুমাত্র সেইসব নাম এবং গুণাবলিই ব্যবহার করতে হবে, যেগুলো আল্লাহ কিংবা তাঁর রসূল বর্ণনা করেছেন। অবশ্যই তাঁর নাম এবং গুণাবলিসমূহকে তার বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। কখনোই ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ কুর'আনে কাফির এবং মুনাফিকদের প্রতি তাঁর রাগান্বিত হওয়ার বর্ণনা দিয়ে বলেন,

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّـهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"যেন তিনি শাস্তি দিতে পারেন মুনাফিক নারী-পুরুষ ও মুশরিক নারী-পুরুষকে যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে; তাদের উপরই অনিষ্টতা আপতিত হয়। আর আল্লাহ তাদের উপর রাগ করেছেন এবং তাদের লানত করেছেন, আর তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জাহান্নাম; আর তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্য!"

(আল-ফাত্হ, ৪৮:৬)

অতএব, রাগান্বিত হওয়া আল্লাহর একটি সিফাত। এটাকে মানবীয় দুর্বলতা আখ্যা দিয়ে কেউ কেউ তা থেকে আল্লাহকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। তারা বলেন, এখানে আল্লাহর 'রাগ' বলতে আসলে তাঁর দেওয়া শাস্তিকে বোঝানো হয়েছে। এমন অর্থ করা মারাত্মক ভুল। আল্লাহ যা বলেছেন তা-ই সত্য ও সঠিক এবং সেটাই হুবহু গ্রহণ করতে হবে। তবে হ্যাঁ, মনে রাখতে হবে যে, তাঁর রাগ কিছুতেই মানুষের রাগের মতো নয়। কেননা আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

গ্রন্থপঞ্জি

'আবদুল-ওয়াহ্হাব, সুলাইমান ইব্ন / *তাইসীর আল-'আযীয আল-হামীদ*, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭০)।

আলবানি, নাসির উদ-দীন আল- / *সিলসিলাহ আল-আহাদীস আস-সাহীহাহ*, (কুয়েত, আদ-দার আস-সালাফীয়াহ ও আমান: আল-মাকতাবাহ আল-ইসলামিয়াহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩), খণ্ড ৪।

———, / আহকাম আল-জানা'ইয, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৯)।

———, / মুখতাসার আল-'উলূম, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮১)।

———, / সহীহ সুনান আত-তিরমিযি, (রিয়াদ: আরব ব্যুরো অফ এডুকেশন ফর দ্যা গালফ স্টেটস, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৮)।

———, / তাহজীর আস-সাজিদ, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭২)।

'আলি, আ. ইউসুফ, / দ্যা হলি কুর'আন (অনুবাদ), (বৈরুত, দার আল-কুর'আন আল-কারীম)

আরবেরি, এ.জে., / মুসলিম সেইন্টস অ্যান্ড মিসটিকস, (লন্ডন: রুটলেজ অ্যান্ড কিগান পল, ১৯৭৬)।

আশ'আরি, আবুল-হাসান 'আলি আল, / মাকালাত আল-ইসলামিয়ীন, (কায়রো: মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিসরীয়াহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৯)।

আসকালানি, আহমাদ ইব্ন 'আলি ইব্ন হাজার আল-, / তাহজীব আত-তাহজীব, (হায়দ্রাবাদ, ১৩২৫-৭)

আশকার, 'উমার আল, / আল-'আকীদাহ ফি আল্লাহ, (কুয়েত: মাকতাবাহ আল-ফালাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৯)

বাগদাদি, 'আবদুল-কাহির ইব্ন তাহির আল-, / আল-ফারক বাইন আল-ফিরাক, (বৈরুত: দার আল-মা'রিফাহ)

বায়হাকি, আহমাদ ইব্ন আল-হুসাইন আল-, / কিতাব আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত (বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-'ইলমীয়াহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৪)।

কোয়ান, জে.এম., / দ্যা হ্যান্স ওয়েহ্র ডিকশনারি অফ মডার্ন রিটেন অ্যারাবিক, (নিউ ইয়র্ক: স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভিসেস ইনস., তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৬)।

এসিয়েন-উডম, ই.ইউ., / ব্ল্যাক ন্যাশনালিজম, (শিকাগো: ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস, ১৯৬২)

গুনাইমান, 'আবদুল্লাহ আল, / শার্হ কিতাব আত-তাওহীদ মিন সহীহ আল-বুখারি, (মাদীনাহ: মাকতাবাহ আদ-দার, ১৯৫৩)

গিব, এইচ.এ.আর., / শর্টার এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলাম, (ইথাকা, নিউ ইয়র্ক: কর্নেল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৩)।

হাফিজ, 'আলি, / চ্যাপ্টারস ফ্রম দ্যা হিস্টোরি অফ মাদিনা, (জেদ্দাহ: আল-মাদীনাহ প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন কো., প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৭)।

হাসান, আহমাদ, / সুনান আবি দাউদ, (ইংলিশ অনুবাদ), (লাহোর: শাইখ মুহাম্মাদ আশরাফ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৪)।

হিনেলস, জন, / ডিকশনারি অফ রিলিজিয়নস, (ইংল্যান্ড: পেঙ্গুইন বুকস, ১৯৮৪)

হিচিং, ফ্র্যান্সেস, / দ্যা নেক অফ দ্যা জিরাফ, (নিউ ইয়র্ক: টিকনর অ্যান্ড ফিল্ডস, ১৯৮২।

হলি বাইবেল, রিভাইজড স্ট্যান্ডার্ড ভার্শন (নেলসন, ১৯৫১)

হাজউঈরি, 'আলি ইব্ন 'উসমান আল-, / কাশফ আল-মাহজূব, নিকোলসন কর্তৃক অনূদিত, (লন্ডন: লুযাক, রেপ. ১৯৭৬)

ইব্ন আবিল-'এয আল-হানাফি, / শার্হ আল-'আকীদাহ আত-তাহাউইয়াহ, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৮৪)।